দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 14 JAN 2007
পৃষ্ঠা ৪২ কলাম ৬

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক

স্কুলের আগেই পৌঁছে গেছে বইয়ের দোকানে

ইনকিলাব রিপোর্ট

প্রাথমিক স্তরের সব শিক্ষার্থীর ভাগ্যে বিনামূল্যের সরকারী পাঠ্যপুস্তক জুটছে না। রাজধানীসহ সারাদেশের বিভিন্ন জেলা উপজেলায় পাঠানো বিনামূল্যের প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক স্কুলে পৌঁছার আগে পৌঁছে গেছে বই বিপণিতে। আবার অনেক এলাকায় স্কুল থেকে শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বই সরবরাহ না করে তা পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে নিকটবর্তী বইয়ের দোকানে। রাজধানীর প্রধান দুই বইয়ের বাজার নীলক্ষেত, বাংলাবাজার সরেজমিন ঘুরে এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিক্রি করার তথ্য জানেন নিয়ন্ত্রক সংস্থা এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান, পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ শিল্প সমিতি ও বিপণন সমিতির শীর্ষ নেতৃবৃন্দও। কিন্তু প্রতিকার নেই। বছরের পর বছর ধরে বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিক্রি করছে একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট। এনসিটিবি, জেলা শিক্ষা অফিস, উপজেলা শিক্ষা অফিসের একশ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা ও এনসিটিবিতে তালিকাভুক্ত কতিপয় এজেন্টের সমন্বয়ে সংঘবদ্ধ এই চক্র জেলা পর্যায়ে বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ পর্যায়েই কারসাজির মাধ্যমে স্কুলে স্কুলে পৌঁছানোর আগেই বিভিন্ন জেলার বইয়ের

১১-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

মতিউর সেন্টু : সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সময়মত পাঠ্য পুস্তক না পৌঁছায় শ্রেণীকক্ষে শিশু শিক্ষার্থীরা এভাবেই গল্প করে সময় কাটায়। ছবিটি পুরাতন ঢাকা নবাবকাটরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে তোলা

স্কুলের আগেই পৌঁছে

১২-এর পৃষ্ঠার পর

দোকানে পৌঁছে গিয়েছে। ফলে জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হচ্ছে না। আবার অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নানা অজুহাতে বিনামূল্যের কোন পাঠ্যপুস্তকই সরবরাহ করা হচ্ছে না। অবশ্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বলেছেন ভিন্ন কথা। তাদের তথ্য অনুযায়ী, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীর আসন সংখ্যার তুলনায় বাড়তি চাহিদা দেখিয়ে পাঠ্যপুস্তক নিচ্ছে এবং তার একটি অংশ স্থানীয় বই বিক্রেতাদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরাই নানা কৌশলে শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক পাবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে দোকান থেকে পাঠ্যপুস্তক কিনতে বাধ্য করছে। এ বিষয়ে রাজধানীর বাংলাবাজার এলাকার ফুটপাত সংলগ্ন অস্থায়ী দোকান ও নীলক্ষেত এলাকার বেশ কয়েকটি দোকানে প্রাথমিক স্তরের বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিক্রি করতে দেখা গেছে। তবে কোন দোকানের র‍্যাকেই এ বই দেখা যাচ্ছে না। ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী আড়াল করে রাখা বই বের করে দেয়া হচ্ছে। এ বই বিক্রির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন দাম দরও নেই। বিক্রেতারা ক্রেতার দিক থেকে সুযোগ বুঝে দাম আদায় করছেন। প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর এক সেট বই বিক্রি হচ্ছে ৫০ থেকে দেড়শ টাকায়। বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি দেখা গেছে মূল্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তকও। তবে বিক্রেতারা নানা কৌশল করে বিক্রি করছেন বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক।

এ বিষয়ে গতকাল রাতে এনসিটিবির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. গাজী মোঃ আহসানুল কবীর ইনকিলাবকে বলেন, বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিক্রির খবর আমিও পেয়েছি। নীলক্ষেতে এনসিটিবির টিম পাঠিয়ে যাচাই করে সত্যতাও পেয়েছি। আমরা [illegible] তা গত বছরের। নতুন বছরের বই তখন পাইনি। বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছি। একজনকে গ্রেফতারও করেছে পুলিশ।

এক প্রশ্নের জবাবে এনসিটিবি চেয়ারম্যান বলেন, প্রতি বছরের ন্যায় এবারও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর ৬৪ জেলা শিক্ষা অফিস থেকে চাহিদা সংগ্রহ করে সে মোট চাহিদা জানিয়েছে। আর সে চাহিদা অনুযায়ী এবার প্রাথমিক স্তরের জন্য বিনামূল্যের ৫ কোটি ১৮ লাখ কপি পাঠ্যপুস্তক ছাপা হয়েছে। এর বাইরেও ২৫ লাখ কপি পাঠ্যপুস্তক ছাপা হয়েছে বিক্রির জন্য। এরপরও কিভাবে কারা বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিক্রি করছে তা বুঝে উঠতে পারছি না। তবে ঢাকায় বাঁধাইকারকদের মাধ্যমে এবং ঢাকার বাইরে স্কুল থেকে বিনামূল্যের বই বাজারে চলে যেতে পারে। অপরদিকে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিপণনের সাথে সম্পৃক্ত ৩টি সমিতির একাধিক শীর্ষ নেতা ইনকিলাবকে বলেন, এনসিটিবি থেকে শুরু করে জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের সাথে আঁতাত করে একটি সংঘবদ্ধ চক্র প্রতি বছর বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বাজারে সরবরাহ করছে।